Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরজাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০১০৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরজাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০১০৬

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নূরজাহান, আইডিঃ ২৩১০০১২০১০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

নূরজাহান

আইডিঃ ২৩১০০১২০১০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার গুরুত্ব। 7

ইলমের উদ্দেশ্য 8

দৈনন্দিন জীবনে ইলমের মূল গুরুত্বগুলো নিচে আলোচনা করা হলো: 11

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ। 11

সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম 13

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফজিলত। 15

আলেমের ফজিলত 30

ইলম শিক্ষাদানকারীর ফযীলত 46

ইলমের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির উপায় 48

ইলমের উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া 52

তাকওয়া ছাড়া ইলম অর্জন হয় না 54

আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো 55

ইলমের জন্য কোরবানি (কষ্ট) করতে হয় 58

ইলম অর্জনে পূর্বসূরিদের বিস্ময়কর কুরবানী 63

পিতা-পুত্রের হৃদয়স্পর্শী সাক্ষাৎ 64

এক অপূর্ব দরস 69

ইলমের জন্য এক অভিনব পন্থা 71

ভূমিকা

ইলম হলো জ্ঞানী আর মুর্খের মাঝে পার্থক্য করার মাধ্যমগুলার মধ্যে একটি মাধ্যম।জ্ঞানী আর মূর্খ কখনোই এক সমান হতে পারে না। তাইতো আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ঘোষণা করেছেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি কখনো সমান হতে পারে? (সুরা যুমার : ৯)

ইলমে দীনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলম হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ ।এই ইলমই মানুষকে উভয় জাহানে সফলতার পথ দেখায়। শান্তি ও সুখের পথ দেখায়। পরিচালিত করে ন্যায় ও ইনসাফের পথে। পুশুত্বের জীবন থেকে মনুষ্যত্বের জীবন দান করে।ইলমে দীন ছাড়া মানুষ মুর্খ এবং পশুর সমতূল্য।

সম্মান এবং মর্যাদা আসে দু' কারণে।
এক নাম্বার হলো সম্পদ এবং টাকা-পয়সার কারণে।
দুই নাম্বার হলো ইলম এবং জ্ঞানের কারণে।

টাকা পয়সার কারণে যে সম্মান আসে সেটা বেশি দিন থাকে না, যতদিন টাকা-পয়সা আছে ততদিন সম্মান আছে, টাকা-পয়সা শেষ সম্মানও শেষ।
অপর দিকে ইলম এবং জ্ঞানের কারণে যে সম্মান আসে সেটা কখনও শেষ হয় না।
হযরত আলী (রাঃ) বলেন

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق' ،

সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।

যাকে ইলম দান করা হয়েছে তাকে সর্বোত্তম নেয়ামত দান করা হয়েছে।আর তার উচিৎ ইলম অনুযায়ী চলা এবং সর্বদা শোকর আদায় করা। যেন ইলমে কোনো প্রকার খেয়ানত না হয়।

আর এই জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

যাকে দীনের ইলম দেয়া হলো, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হলো ।

“ইলম হলো একটি অমূল্য রত্ন” তাই তো হযরত আলী রা. গর্ব করে বলতেন।

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ
فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ
وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَىٰ لَا يَزَالُ

অর্থ: আমরা আল্লাহ্ তাআলার বন্টনে সন্তুষ্ট হয়েছি, তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন ইলমে ওহী আর আমাদের শত্রু (রুম পারস্যকে) দিয়েছেন ধন সম্পদ

নিশ্চয় এই ধন সম্পদ একদিন ধংস হয়ে যাবে, কিন্তু ইলম এটা সব সময় অমর হয়ে থাকবে। এটা কখনও ধ্বংস হবে না।

সঠিক ইলম কারো মধ্যে থাকলে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অন্যায়ের পথে চলবে না । অন্যায় কাজ করবে না। আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তার পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে ইলম ছাড়া ব্যক্তি সাধারণত অন্যায়ের পথে চলে। অন্যায় কাজ করে এবং খুব সহজেই গুনাহে পতিত হয়।

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার গুরুত্ব।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানদের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই হচ্ছে - اِقْرَا- পড়,

অর্থাৎ ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।

ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা সম্পর্কিত ইলম, হাজীদের জন্য হজ সম্পর্কিত ইলম, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার সম্পর্কিত ইলম এভাবে সবাইকে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

যাদের ইলম আছে আর যাদের ইলম নাই মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের রয়েছে অনেক তফাৎ। ইলম মানুষকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন করে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।(সুরা জুমার:৯)

কুরআনে কারিমে আরেক জায়গায় ইরশাদ হয়েছেঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।(সূরা মুজাদালাহ: আয়াত ১১)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:"কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো মু'মিনকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনা, অবশেষে জান্নাতে এর পরই সমাপ্তি ঘটবে"(তিরমিজি)

তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ-

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু না করবে , বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। (তারীখে তাবারী ৬/৫৭২)

ইলমের উদ্দেশ্য

ইলম দ্বারা যেটা উদ্দেশ্য তাহলে ইলমে শরঈ(ইসলামী জ্ঞান)।

আর ইলমে শরঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যে সব সুস্পষ্ট দলিল- প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর ইলম(জ্ঞান)।

যে ইলম আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছায় সেটাই ইলম। আর যা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা, সেটা ইলম নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সঠিক এলেম (জ্ঞান) দান করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরও বলেছেন

ان الانسان لم يورثوا دينارا ولا درهما-انما ورثوا العلم-فمن اخذه اخذ بحظوافر

নিশ্চয়ই নবীগণ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। যদি কোন ব্যক্তি এলেম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নবীগণ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে।

কুরআন-হাদিসে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ইলম অর্জনের ব্যাপারে কুরআনই হলো আসল বা মূল। পবিত্র কুরআনের পুরোটাই হলো ইলম। কুরআনই সকল ইলমের প্রধান।এটি আল্লাহর মজবুত রশি এবং এটি মহাগ্রন্থ, এটি মর্যাদাবান কিতাব, এটি কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী, অকল্যাণের পথের বড় প্রতিবন্ধক।

কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি।

তাই প্রত্যেক মুমিন নর ও নারীকে গভীরভাবে চিন্তার ও বুঝের সাথে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, তা বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, তা সম্পূর্ণ বা যা সম্ভব হিফয করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। কারণ, এতে হিদায়াত ও নূর আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ [الاسراء[٩ :

"নিশ্চয় এ কুরআন দিক-নির্দেশনা দেয় এমন পথের যা সর্বাধিক সরল।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯]

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْن.َ

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল :আয়াত ৪৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥ ﴾ [الانعام: ١٥٥]

"আর এটি বরকতময় কিতাব, এটি আমরা অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।
(সূরা জুমুআহ :আয়াত ২)

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন, এবং উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে।

দৈনন্দিন জীবনে ইলমের মূল গুরুত্বগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

সঠিক ইবাদত ও আমল: হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে এবং দৈনন্দিন ফরজ ইবাদতগুলো (যেমন- সালাত, সাওম ইত্যাদি) সঠিকভাবে আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা:

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

অন্ধকার থেকে মুক্তি: ইলম মানুষকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে বের করে সত্য ও আলোর পথে পরিচালিত করে।

পার্থিব উন্নতি: জাগতিক জীবনে জীবিকা নির্বাহ, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও সামাজিক জীবন পরিচালনায় সঠিক জ্ঞানের বিকল্প নেই।

আল্লাহর পরিচয় লাভ: ইলম বা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভয় সৃষ্টি হয়।

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ।

ইলমের একটি ভাগ হলো ফরযে আইন

ফরযে আইন বলা হয়, সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার জন্য যে পরিমাণ এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যে পরিমাণ ইলম অর্জন না করলে ঈমান সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে না, ইবাদত-বন্দেগি শুদ্ধ হয় না, সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে দ্বীন অনুযায়ী চলা কঠিন হয়ে পড়ে সে পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন।বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ'ল-
১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা,
২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি,
৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান,
৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।
ফাযলুল ইল্ম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১।

এই পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ হলো ফরযে কেফায়া।
ফরযে কেফায়া বলা হয়, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী শরী'আতের সকল শাখার দলিলসমৃদ্ধ বিস্তারিত গভীর জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون -َ

'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' (তওবা ৯/১২২)।
এককথায় এ জ্ঞান দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যার দ্বারা কোরআন হাদিস ও ইসলামী শরীয়ত থেকে নব উদ্ভূত বিষয়াবলীর দলিলভিত্তিক শরয়ী সমাধান বের করা যায়।যেহেতু এই প্রকারের ইলম সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয ,তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। যেন সাধারণ মুসলমান প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব।

এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ
يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.
এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪)

সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম

সবাই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। কারণ ধনসম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরআউনকে, নমরুদকে, কারুনকে।আর ইলম দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা সম্মানিত নবী রাসূলগনকে। আর যে নেয়ামত আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগনকে দিয়েছেন তা অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান নেয়ামত।
আলী (রাঃ) বলেন

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُس,
المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ ،

‘সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর সম্পদকে রক্ষা করতে হয়। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়’।[22]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[23]

যেমন- ক. ইলম হ’ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ’ল ধনীদের মীরাছ।

খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে।

ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না।

চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফজিলত।

কুরআনে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অনেক আয়াত নাজিল করেছেন এবং হাদীস শরীফে অনেক তাকিদ এসেছে

(১) ইলমের কারণে আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْم-ُ

'আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

(বাক্বারাহঃ আয়াত৩১-৩২)

অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?

(বাক্বারাহঃ আয়াত ৩৩)

এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন।

২.ইলম অর্জনে লিখার গুরুত্ব

ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো কলম। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।ইসলামে লেখনির মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে সাহাবী ওবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ বলেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাকে বললেন, 'লিখ'। কলম বলল, 'হে আমার রব! কী লিখব?' তিনি বললেন, 'তাকদীর লিখ,যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছু লিখ।'"

এই হাদীস থেকে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলার প্রথম সৃষ্টি ছিল কলম, যা জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রধান মাধ্যম। যুগে যুগে লেখনির মাধ্যমেই ইলম সংরক্ষিত হয়ে এসেছে।

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে সংরক্ষণ করতেন। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের ২৯তম পারায় ৬৮ নম্বর সূরার নামই হলো সূরা আল-কলম—যা কলমের মর্যাদাকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

৩.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ প্রথম বাণী 'পড়'

সর্বপ্রথম ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য নবীজিকে প্রথমে পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ- خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ-اِقۡرَاۡ وَرَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ -الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ - عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ

'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হতে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না'(আলাক্ব ৯৬/১-৫)

৪. ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে

সুফিয়ান ইবন উয়াইনা রহ.- কে ইলেমর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন , তোমরা কি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করো নি? এতে তিনি ইলমের পর আমলের কথা বলেছেন

فَاعۡلَمۡ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۡۢبِکَ وَلِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَاللّٰہُ یَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَکُمۡ وَمَثۡوٰىکُمۡ

অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।(সূরা মুহাম্মদ: ১৯)

এই আয়াতে আগে জানার কথা বলা হয়েছে, অতঃপর আমল (ক্ষমা চাওয়ার) কথা বলা হয়েছে।
এই আয়াতকে সামনে রেখে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তদীয় সহিহ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। প্রথমেই শিখতে হবে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এর এলেম। যাতে করে আল্লাহতালার পরিচয় লাভ করা যায়, আকিদা শুদ্ধ করা যায়। নিজেকে কিভাবে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়।

৫.ইলম দৃষ্টির আলো

ইলম দৃষ্টির আলো। এটা চোখের দৃষ্টি নয়, অন্তরের দৃষ্টি।এ আলো দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
اَفَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَتَکُوۡنَ لَہُمۡ قُلُوۡبٌ یَّعۡقِلُوۡنَ بِہَاۤ اَوۡ اٰذَانٌ یَّسۡمَعُوۡنَ بِہَا ۚ فَاِنَّہَا لَا تَعۡمَی الۡاَبۡصَارُ وَلٰکِنۡ تَعۡمَی الۡقُلُوۡبُ الَّتِیۡ فِی الصُّدُوۡرِ ۝

তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।(সুরা হাজ:৪৬)

আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।আলেম ও অন্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:
اَفَمَنۡ یَّعۡلَمُ اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ مِنۡ رَّبِّکَ الۡحَقُّ کَمَنۡ ہُوَ اَعۡمٰی ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۙ

যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।(সূরা রাদ:১৯)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ-

'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্ত্ততঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম হচ্ছে জীবন ও আলো সমতুল্য আর মূর্খতা হ'ল মৃত ও অন্ধকার সমতুল্য। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর

فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ،

'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' (আন'আম ৬/১২২)।
ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/২৩১।

৬.ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنۡعَامِ مُخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُہٗ كَذٰلِکَ ؕ اِنَّمَا یَخۡشَی اللّٰہَ مِنۡ عِبَادِہِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیۡزٌ غَفُوۡرٌ

আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।(সূরা ফাতির: ২৮)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلۡ اٰمِنُوۡا بِہٖۤ اَوۡ لَا تُؤۡمِنُوۡا ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ مِنۡ قَبۡلِہٖۤ اِذَا یُتۡلٰی عَلَیۡہِمۡ یَخِرُّوۡنَ لِلۡاَذۡقَانِ سُجَّدًا وَّ یَقُوۡلُوۡنَ سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ کَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا

وَيَخِرُّوْنَ لِلۡاَذۡقَانِ يَبۡكُوۡنَ وَيَزِيۡدُهُمۡ خُشُوۡعًا ۩

বল, ‘তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে।আর তারা বলে, ‘পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে’।‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে’।(সাজদাহ)।(সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৭-১০৯)

অর্থাৎ প্রকৃত ইলম মানুষকে অহংকারী নয়, বরং বিনয়ী বানায়।

৭.ইলম সকল ইবাদতের মূল

যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত তিনটি :
(১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া
(২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং
(৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া (যুমার ৩৯/২)।
(দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।)

আর এগুলো জানতে হলে ইলমের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ‘আত জানার জন্যও ইলমের প্রয়োজন।
আল্লাহ দুনিয়াতে দু’টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ’।... আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা

বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইলম হ'ল সবকিছুর মূল।
(মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪।)

আমার

৮.ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশি

ইবাদতের চেয়ে ইলমের গুরুত্ব বেশি, কেননা ইলম ইবাদতের দিকে ধাবিত করে । হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,'আল্লাহ আমার প্রতি ওহী কেরেছন, যে
যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোন রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিই, আর আমি যার দুই প্রিয়তমকে (চক্ষুদয়কে) কেড়ে নেই, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। কল্যাণের ইলম আহরণের আধিক্য ইবাদতের আধিক্যের কারণ। দ্বীনের সেরা বিষয় হল আল্লাহর ভয়। [বাইহাকী,
শ'আবুল ঈমান : ৫৩৬৭, সহীহ সনেদ বিণর্]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَع، 'ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল আল্লাহভীতি'।
মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪।

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَع 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ'ল সংযমশীলতা'।
ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫।

আবূ উমামা আল-বাহিলী রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এদের একজন ছিলেন আবেদ (ইবাদতকারী) আর অপরজন ছিলেন আলেম। তিনি বললেন, 'আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ব্যক্তির উপর' ।তিরমিযী, হা/২৬৮৫,

৯.ইবাদতের বিশুদ্ধতার জন্য পূর্বশর্ত হ'ল ইলম

আক্বীদা ও আমল ছহীহ হয় ইলমের ভিত্তিতে
হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইলমের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইলমের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইলম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'। মিফতাহু দারিস সা'আদাহ পৃঃ ২।

তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ-

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু না করবে , বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। (তারীখে তাবারী ৬/৫৭২)

১০.ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নেআমত

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত হ'ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا-

'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম' (নিসা ৪/১১৩)।

যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)।

আল্লাহ ইলমের মত নেআমত তাঁর প্রিয় বান্দাদের অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। আর যে নেয়ামত আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কে দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি এবং মূল্যবান।

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
]النساء[١١٣ :
'আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে মহান।' {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৩}

আপন বন্ধু ইবরাহীমের আলাইহিস সালাম এর প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,
إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
]النحل[١٢٠-١٢١ :
'নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সে ছিল তাঁর নিয়ামতের শুকরকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।' {সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২০-১২১}

ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

]يوسف[٢٢ :

'আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

{সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২২}

মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

]القصص[١٤ :

'আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।'

{সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ১৪}

ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ প্রসঙ্গে বলেন,

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۝

]المائدة[١١٠ :

'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর আমার নিয়ামত স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দ্বারা। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।'

{সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত : ১১০}

১১.ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত।একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী

ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِه 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'।
তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯।

১২.ইলম পানাহার থেকে ও যরূরী

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হয়। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।
মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামূল মু'আক্কেইন ২/২৫৬।

১৩.ইলম নবীদের উত্তরাধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ'ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'।আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) একদিন মদীনার বাজার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাজারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাজারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ

বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।

ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।

১৪. ইল্ম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « مَن خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ» رواهُ التِرْمِذِيُّ وقال: حديثٌ حَسن. যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়। (জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭)

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছেঃ

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯)

ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার।

প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ;

দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ। এটি যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের জিহাদ এবং এটি তাদের জন্য খাছ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। বরং বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু'টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। কেননা ইলম অর্জন করতে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রু ও বেশি থাকে।

এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۖ
فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর' (ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা'আদা ৩/৫৮।

ইবনুল কাইয়ুম রহ: বলেন, একে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোরআনের সাহায্যে জিহাদ। কেননা মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করত না। কখনো কখনো তারা মুসলমানদের সঙ্গে থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই অংশ নিয়েছে। এতদ্বার সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!(সুরা তাহরীম:৯)

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআনের দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে।

১৫.ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায়

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন।

দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান

এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে ‘হক’-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে’ (আছর ১০৩/২-৩)।
মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ’ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)।
১৬.দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন।

ইমাম শাফেঈ বলেন, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا ‘যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী’।
https://marj3y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/

১৭.আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন

আল্লাহ তাআলা যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে।
وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।(সুরা মুজাদালা: ১১)

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب، ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’ (বাক্বারাহ ২/২৬৯)।

হযরত মু‘আবিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين
আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন’।
বুখারী হা/৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/২৪৩৬, ২৪৩৯।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، 'নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে'। ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।

১৮.ইলম সদকায়ে জারিয়া

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের আমল বন্ধ হয়ে যায়, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র ইলমওয়ালারা।
(আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ،
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদাকায়ে জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইলম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দো'আ করতে থাকে।" (মুসলিম)

মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : ইলম মর্যাদার বস্তু যেমন দুনিয়ায়,তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে।রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন
,إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه ِ
'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।
ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।

১৯.ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে বলা হয়েছে

ইলমের মর্যাদা হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে,কুরআনে কারীমের আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের দুআ শিখিয়েছেন

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দেন।
(সূরা ত্ব-হা:আয়াত ১১৪)

আল্লামা কুরতুবী রাহ. এ সম্পর্কে বলেন,
ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। যেমন তিনি এ আয়াতে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।
কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী সাঃ আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেনঃ
يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا
হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল।
(সূরা ফুরকান : আয়াত ৩০)

২০.ইবাদত থেকে ইলমের মজলিস উত্তম

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: «كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» ثمَّ جلس فيهم. رَوَاهُ الدَّارمِيّ

আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নাবাবীতে অনুষ্ঠিত দু’টি মাজলিসের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উভয় মাজলিসই উত্তম কাজ করছে, কিন্তু এদের এক মাজলিস অন্য মাজলিস অপেক্ষা উত্তম। একটি দল ’ইবাদাতে লিপ্ত, তারা অবশ্য আল্লাহর নিকট দু’আ করছে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে নাও পারেন। আর দ্বিতীয় দলটি হলো ফাক্বীহ ও ’আলিমদের। তারা ’ইলম অর্জন করেছে এবং মূর্খদের শিখাচ্ছে, তারাই উত্তম। আর আমাকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দলের সাথেই বসে গেলেন। (দারিমী৩৪৯)

আলেমের ফজিলত

১.আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ

আল্লাহতায়ালার বান্দাদের মধ্যে প্রিয় হচ্ছেন নবীগণ। একজন সত্যিকারের আলেম নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মর্যাদা পান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, ‘আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীরা উত্তরাধিকার হিসেবে দিনার ও দিরহাম (অর্থকড়ি) রেখে যাননি। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে বিপুল অংশ লাভ করেছে। (সুনানু আবী দাউদ, হাদিস: ৩৬৪৩)

আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানীদের মর্যাদা তুলে ধরে এবং অজ্ঞদেরকে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন—

فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞

“সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।”সূরা আল-আম্বিয়া : ৭

এ আয়াতে ‘‘আহলুয্-যিকর’’ বলতে আহলে ইলম বা জ্ঞানীদের বোঝানো হয়েছে। মানুষ যখন কোনো বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তখন শরীয়তের নির্দেশ হলো নিজে আন্দাজে কথা না বলে জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া।

২.রাসূল (ছাঃ) ওহুদের শহীদগণকে কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু’দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ ‘তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ’লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি’।

বুখারী হা/১৩৫৩।

৩.তলেবে ইলমের জন্য সকলেই দুআ করে

ইলমওয়ালাদের মর্যাদা কত মহান তা বোঝাতে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিজগতকে তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় নিয়োজিত করে দেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ،

যারা ইলম অন্বেষন করে তাদের জন্য গর্তের পিপিলিকা থেকে নিয়ে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

(জামে‘উত-তিরমিযী, হাদীস নম্বর: ২৬৮৫)

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»

অর্থঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা,এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ শিক্ষা দানকারীর জন্য দোয়া করে।"

আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।" তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের (আলিমদের) জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দো'আ করে থাকে।" (তিরমিযী)

এটি ইলমের মর্যাদা ও আলেমদের সম্মানের এক অনন্য প্রমাণ। কারণ যে ইলম মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, সেই ইলমের বাহককে ভালোবাসে আসমান-জমিনের সব সৃষ্টি।

৪.ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ২১৯)

আরো ইরশাদ হয়েছেঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭)

সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, “আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।” (বুখারী-মুসলিম)

৫.তলেবে আলেমের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ» . رواه مسلم

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা (জ্ঞান) অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।”

(মুসলিম ২৬৯৯)

৬.তলেবে ইলমদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করেছেন,

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

»سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاقْنُوهُم«ْ

“অচিরেই তোমাদের কাছে এমন কিছু লোক আসবে যারা ইলম অন্বেষণ করবে। যখন তোমরা তাদের দেখবে, তখন বলবে: ‘স্বাগতম, স্বাগতম হে সেই সম্প্রদায়, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসিয়ত করেছেন।’ এরপর তোমরা তাদেরকে ইলম শিক্ষা দেবে।”ইবনে মাজাহ হাদিস নং: ২৪৭

আরেক বর্ণনায় এসেছে:

»مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلَائِكَة«ُ

“ইলম অন্বেষণকারীর জন্য স্বাগতম। নিশ্চয়ই জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশতারা পরিবেষ্টন করে রাখেন।”(তিরমিজি)

৭.ইবাদত থেকে ইলমের মজলিস উত্তম

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ: «كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» ثمَّ جلس فيهم. رَوَاهُ الدَّارمِيُّ

আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নাবাবীতে অনুষ্ঠিত দু’টি মাজলিসের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উভয় মাজলিসই উত্তম কাজ করছে, কিন্তু এদের এক মাজলিস অন্য মাজলিস অপেক্ষা উত্তম। একটি দল ’ইবাদাতে লিপ্ত, তারা অবশ্য আল্লাহর নিকট দু’আ করছে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে নাও পারেন। আর দ্বিতীয় দলটি হলো ফাক্বীহ ও ’আলিমদের। তারা ’ইলম অর্জন করেছে এবং মূর্খদের শিখাচ্ছে, তারাই উত্তম। আর আমাকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দলের সাথেই বসে গেলেন। (দারিমী৩৪৯)

৮.উলামাগণ আল্লাহর সাক্ষী

আল্লাহ তাঁর তওহীদের উপর ওলামায়েকেরামগনকে সাক্ষী মেনেছেন এবং নিজের ও পরিবারবর্গের সাক্ষ্যের সাথে তাদের সাক্ষ্যকে আয়াতে সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিস্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (আলে ইমরান : ১৮)।

আর এতে নিশ্চয় তাদেরকে প্রশংসিত ও বিশ্বস্ত মানা হয়েছে। বিধায় তারাই দাওয়াতের জন্যও নির্বাচিত ও মনোনীত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

৯.উলামাগণ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

জনসাধারণের মাঝে আলেম হলেন তারকারাজির মাঝে পূর্ণিমার চাদের মতো। মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করেছেন।

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।" (মুজাদালাহঃ ১১)।

১০.উলামাগণই সবার চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করে

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।" (ফাত্বিরঃ ২৮)

১১.আলেমদের চেহারা উজ্জ্বল হবে

আহলে ইলম দ্বারা আল্লাহর দেয়া শরীয়তের জ্ঞান পৌঁছে দেন মানুষের কাছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া মত তারা হলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْه«

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল (কোনো কোনো ব্যাখ্যা মতে ঐ ব্যক্তিকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে) রাখুন যে আমার কথা শোনে অতঃপর তা (অপরের কাছে) পৌঁছে দেয়। কেননা, ফিকহ বা ইলমের অনেক বাহক আছে যে (আসলে) ফকীহ বা আলেম (ইসলামী জ্ঞানে পণ্ডিত) নয়।আবার অনেক ফকীহ এমন আছেন, যিনি তা পৌঁছে দেন এমন ব্যক্তির কাছে যে কিনা তার চেয়েও বড় ফকীহ(ইবনে মাজাহ:২৩১)

১২.ইলমের ব্যপারে ঈর্ষা করা যাবে

ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন

لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।

১৩.ইলমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মর্যাদা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

»مِنْ شَرَفِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ أَنَّ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَٰلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَنْ دُفِعَ عَنْهُ وَنُسِبَ إِلَى الْجَهْلِ حَزِنَ لِذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا«.

"ইলমের মর্যাদা ও ফযীলতের অন্যতম দিক হলো,কেউ যদি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত বলে পরিচিত হয়, তবে সে এতে আনন্দিত হয়; যদিও সে প্রকৃতপক্ষে আহলে ইলম নাও হয়।

আর কাউকে যদি ইলম থেকে দূরে রাখা হয় এবং অজ্ঞতার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে সে এতে কষ্ট পায় ও মর্মাহত হয়; যদিও সে বাস্তবে অজ্ঞই হয়ে থাকে।"(জামেউ বায়ানিল ইলম:১/৫৯)

১৪.ইলমের সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়া বাকি জগতের সব কিছু অভিশপ্ত

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিকির ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালিবে ইলমের কথা স্বতন্ত্র।” তিরমিযী।

১৫.আরো কিছু ফজিলত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدّين . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিক্বের মধ্যে দু’টি অভ্যাস একত্র হতে পারে না- নেক চরিত্র ও দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান। (তিরমিযী ২৬৪৭

১৬.লোকদের মধ্যে ইলমের অধিকারীগণই সবচে বেশি ভয় করেন আল্লাহকে :

দারিমী এ হাদীস মাকহূল (রহঃ) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন, ’আবিদের তুলনায় ’আলিমের মর্যাদা এমন, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমার মর্যাদা। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

’’নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ’আলিমরাই তাঁকে ভয় করে’’- (সূরাহ্ ফাত্বির/মালায়িকাহ্ ৩৫: ৮)। এছাড়া তার হাদীসের অবশিষ্টাংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨]

“আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। [সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮]

১৭.আরো কিছু ফজিলত

وَعَن سَخْبَرَة الْأَزْدِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَأَبُو دَاوُدَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ

সাখবারাহ্ আল আযদী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধান করে, তা তার পূর্ববর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারাহ্ হয়ে যাবে।তিরমিযী ও দারিমী

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি সানাদের দিক দিয়ে য'ঈফ। কারণ এর একজন রাবী আবূ দাঊদ (নকী ইবনু হারিস)-কে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

১৮. ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মর্যাদা
আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك، وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عزَّ عليه ونال ذلك من نفسه، وإن كان جاهلاً.
“ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম দিক হলো যে-ই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় সে এ কারণে আনন্দিত হয়। এমনকি সে যদি ইলমের অধিকারীও না হয়। পক্ষান্তরে যে ইলম থেকে সরে যায় এবং অজ্ঞতায় জড়িয়ে পড়ে তা তার জন্য কষ্টকর মনে হয় এবং এ কারণে সে মনঃপীড়া অনুভব করে। এমনকি সে যদি অজ্ঞও হয়। জাওয়েদ বারানিল ইলম : ১/৫৯

১৯.আরো কিছু ফজিলত

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غير أَهله كمقلد الْخَنَازِير الْجَوْهَر واللؤلؤ وَالذَّهَبَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ رُوِيَ من أوجه كلهَا ضَعِيف

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ’ইলম বা জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয এবং অপাত্রে তথা অযোগ্য মানুষকে ’ইলম শিক্ষা দেয়া শুকরের গলায় মণিমুক্তা বা স্বর্ণ পরানোর শামিল।

২০.একজন আলেমের মর্যাদা

وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى معلم النَّاس الْخَيْر» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এদের একজন ছিলেন ’আবিদ (’ইবাদাতকারী), আর দ্বিতীয়জন ছিলেন ’আলিম (জ্ঞান অনুসন্ধানকারী)। তিনি বললেন, ’আবিদের ওপর ’আলিমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা’আলা, তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) এবং আকাশমণ্ডলী ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ’ইলম শিক্ষাকারীর জন্য দু’আ করে। তিরমিযী ২৬৭৫

২১.আরো কিছু ফজিলত

সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, “আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।” বুখারী-মুসলিম

২২.আরো কিছু ফজিলত

عَن أبي مَسْعُود الْأَنْصَارِيّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مثل أجر فَاعله» . رَوَاهُ مُسلم

আবূ মাস্‌’ঊদ আল আনসারী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সওয়ারী চলতে পারছে না, আপনি আমাকে একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ সময় তো আমার নিকট তোমাকে দেবার মতো কোন সওয়ারী নেই। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে এমন এক লোকের সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এটা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে কোন কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করে, সে উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। মুসলিম

২৩.আরো ফজিলত

কাসীর বিন ক্বায়স (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দিমাশক-এর মসজিদে আবুদ্ দারদা (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট একজন লোক এসে বললো, হে আবুদ্ দারদা! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর মদীনাহ্ থেকে শুধু একটি হাদীস জানার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি শুনেছি আপনি নাকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর কোন উদ্দেশে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এ কথা শুনে আবুদ্ দারদা (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি (কুরআন ও হাদীসের) ’ইলম সন্ধানের উদ্দেশে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা’আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং মালায়িকাহ্ ’ইলম অনুসন্ধানকারীর সন্তুষ্টি এবং পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর ’আলিমদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু’আ করে থাকেন, এমনকি পানির মাছসমূহও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। ’আলিমদের মর্যাদা মূর্খ ’ইবাদাতকারীর চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা

চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর এবং ’আলিমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাস (উত্তরাধিকারী) হিসেবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান শুধু ’ইলম। তাই যে ব্যক্তি ’ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্ ও দারিমী)[1] আর তিরমিযী হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়স বিন কাসীর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাবীর নাম কাসীর ইবনু ক্বায়সই এটিই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন)।

২৪.

.২৪وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجنَّة» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

আবূ সা’ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু’মিন ব্যক্তি কল্যাণকর কাজে অর্থাৎ- জ্ঞানার্জনে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না পরিণামে সে জান্নাতে পৌঁছে যায়। (তিরমিযী ২৬৮৬)
ইমাম তিরমিযী কিতাবুল ‘ইলম-এর মধ্যে হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

২৫.

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يصرف بِهِ وُجُوه النَّاس إِلَيْهِ أَدخل الله النَّار» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

কা’ব ইবনু মালিক (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে ’আলিমদের ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিরমিযী ২৬৫৪

২৬.

وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা’আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার

কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয়।
তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্ ২৬৫৮

২৭.
আমর ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দল সম্পর্কে শুনলেন, তারা পরস্পর কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, ঝগড়া করেছে। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করছিল। অথচ আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার এক অংশ অপর অংশের পরিপূরক হিসেবে ও সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তাই তোমরা এর এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না, বরং তোমরা তার যতটুকু জানো শুধু তা-ই বলো, আর যা তোমরা জানো না তা কুরআনের 'আলিমের নিকট সোপর্দ কর।
আহমাদ ও ইবনু মাজাহ্

২৮.
عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيّ
হাসান আল বসরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়ও ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে 'ইলম বা জ্ঞানার্জনে মশগুল রয়েছে, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে। (দারিমী ৩৫৪
হাসান আল বসরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তাদের একজন ছিলেন 'আলিম, যিনি ওয়াক্তিয়া ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করার পর বসে বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে সিয়াম পালন করতেন, গোটা রাত 'ইবাদাত করতেন। (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল) এ দু' ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে

উত্তম কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াক্তিয়া ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করার পরপরই বসে বসে যে ব্যক্তি তা'লীম দেয়, সে ব্যক্তি যে দিনে সিয়াম পালন করে ও রাতে 'ইবাদাত করে তার চেয়ে তেমন বেশী মর্যাদাবান। যেমন- তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমার মর্যাদা। (দারিমী

২৯.

ওয়াসিলাহ্ বিন আসক্বা' (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كفل من الْأجر

যে ব্যক্তি জ্ঞান সন্ধান করেছে ও অর্জন করতে পেরেছে, তার সাওয়াব দুই গুণ। আর যদি সে জ্ঞান অর্জন করতে অপারগ হয়ে থাকে, তাহলেও তার সাওয়াব (চেষ্টা করার জন্য) এক গুণ। (দারিমী

৩০.

-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

অর্থ:আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (আমার নিকট হতে) ফারায়িয ও কুরআন শিখে নাও এবং লোকেদেরকেও তা শিখিয়ে দাও। কারণ আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে (আমার মৃত্যু হবে)। (তিরমিযী)[1

৩১]

-وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অবগত হয়েছি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন। (আবূ দাঊদ

৩২.

-عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

অর্থ:হাসান আল বসরী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যু এসে পৌঁছেছে এমন অবস্থায়ও ইসলামকে জীবন্ত করার উদ্দেশে ’ইলম বা জ্ঞানার্জনে মশগুল রয়েছে, জান্নাতে তার সাথে নবীদের মাত্র একধাপ পার্থক্য থাকবে। (দারিমী

৩৩.

]

-وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ من إحيائها. رَوَاهُ الدَّارِمِيّ

অর্থ:ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সামান্য কিছু সময় দীনের জ্ঞান আলোচনা করা (’ইবাদাতে রত থাকে) গোটা রাত জাগরণ অপেক্ষা উত্তম। (দারিমী)[1]

৩৪.

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى أَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحده أَو قَالَ أمة وَحده«

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা বলতে পারো, সর্বাপেক্ষা বড় দানশীল কে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দান-খয়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তা’আলা। আর বানী আদমের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে ’ইলম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে। কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন সে একাই একজন ’আমীর’ অথবা বলেছেন, একজন ’উম্মাত’ হয়ে উঠবে। (বায়হাক্বী)[1]

৩৫.

-٣٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا» . رَوَاهُ مُسلم

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সোনা-রূপার খনির ন্যায় মানবজাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারের) যুগে উত্তম ছিল, দীনের জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা ইসলামের যুগেও উত্তম। (মুসলিম)

৩৬.

-حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ". قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْعِلْم".

অর্থ:সাঈদ ইবনু ’উফায়র (রহঃ) ... ইবনু ’উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে তৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি ’উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কী তা’বীর করেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ তা হল ইলম।

৩৭.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ـ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ ـ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَاصَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ (يَطَؤُهَا) فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَان".

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

অর্থঃমুহাম্মদ ইবনু সালাম (রহঃ) ... আবূ বুরদা (রহঃ), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছেঃ

(১) আহলে কিতাব—যে ব্যাক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও ঈমান এনেছে।

(২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (রহঃ) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোক (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদিনায় আসত।

ইলম শিক্ষাদানকারীর ফযীলত

এই পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। একদিন সবকিছু ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে। দুনিয়ার মোহ-মায়া এবং এর অসংখ্য ব্যস্ততার মাঝেও কিছু মানুষ আছেন, যারা আল্লাহর বিশেষ রহমতের ছায়ায় থাকেন। তারা হলেন, ইলম অর্জনকারী, ইলম শিক্ষা দানকারী এবং আল্লাহর অধিক জিকিরকারী বান্দাগণ।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ ◌َإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين

‘ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে যে, (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ (ফুছছিলাত, ৪১/৩৩)।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ সকল ব্যক্তিকে উত্তম বলেছেন, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে প্রয়োজন হয় ইলম তথা জ্ঞানের।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾‘

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত’ (আন-নাহল, ১৬/১২৫)।

এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হিকমত, সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে সুন্দর পন্থায় মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে।এছাড়াও যদি বিতর্ক পর্যায়ে চলেও যায়, তাহলে সুন্দর পন্থায় বিতর্ক করতে বলা হয়েছে। অতএব দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বল করতে হবে। হিকমত অবলম্বন করে, নম্রভাষী হয়ে ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতে হবে।

ইলম এমন এক নূর, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে। তাই যে ব্যক্তি ইলম শেখে, শেখায় এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে,সে আল্লাহর রহমত ও বরকতের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা একটি আয়াতও হয়। আর বানী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করো, এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান প্রস্তুত করে নেয়’।ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১।

আবূ মাসঊদ আনছারী রযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه ‘যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখাবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে, যে ঐ কল্যাণ অনুযায়ী আমল করবে’।[13] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছু শিখায় আর সে ব্যক্তি যদি ঐ আমলটি করে তাহলে যে আমলটি করার কথা বলল, সে ঐ ব্যক্তির

সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। তাহলে একদিকে শিখানোর ছওয়াব এবং অপরদিকে আমলের ছওয়াব সে ব্যক্তি পাচ্ছে।

উছমান রযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه ‘তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’।[15] এই হাদীছেও জ্ঞান শিক্ষা করার ও শিক্ষা প্রদান করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“জেনে রাখ, নিশ্চয়ই দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর জিকির, জিকির সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, আলেম এবং তালেবে ইলম এর ব্যতিক্রম।”তিরমিজী: ২৩২২, ইবনে মাজাহ

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِعَليٍّ رضي الله عنه: «فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» . متفقٌ عَلَيْهِ
সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, “আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।” (বুখারী-মুসলিম)

ইলমের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধির উপায়

১. আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির ব্যাপারে যত্নবান থাকা

প্রত্যেক তালিবে ইলমকে মুত্তাকী হওয়া অত্যান্ত জরুরী।মুত্তাকী যদি না হলে, আল্লাহ তাআলা ইলম দেবেন না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.ؐ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য
করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। -সূরা আনফাল (৮) : ২৯

তাকওয়া ও খোদাভীতি একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাকওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে,সবসময় আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখে। যে ব্যক্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ সহজ করে দেন।

সুতরাং আল্লাহর কাছ থেকে যদি ইলম পেতে হয়, আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করতেই হবে। আল্লাহ্কে ভয় করে চলতে হবে। গুনাহ থেকে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে। তাকওয়া অর্জন করা আমাদের কাজ। আর ইলম দেওয়া আল্লাহর কাজ।

২. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কখনো হয়ে গেলে তাওবা করতে দেরি না করা

ইলমের নূর এমন অন্তরে স্থির হয় না, যে অন্তর গুনাহে কলুষিত। তাই ইলমের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি করার অন্যতম উপায় হলো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং ভুল হয়ে গেলে দ্রুত তওবা করা। কারণ গুনাহ হৃদয়কে কঠিন করে দেয়, আর তওবা হৃদয়কে জীবন্ত করে তোলে। যে বান্দা আল্লাহর কাছে বারবার ফিরে আসে, আল্লাহ তার অন্তরকে ইলমের আলো দ্বারা আলোকিত করে দেন। ইলম অর্জনের পথে গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং ইস্তিগফার অত্যন্ত জরুরি।

৩. ইলমের হাকিকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা;
এই ইলম আল্লাহ তায়ালার মারেফাত ও তার গুণাবলীর ইলম, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সমুহের ইলম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীর বিধানাবলীর এলেম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত মোবারক ও সুন্নতের ইলম; এই ইলম কোরআন ও হাদিসের ইলম।

এই ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলাকে জানা, তার রাসূলকে জানা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার নির্দেশিত পথকে জানা, যা একমাত্র নাজাত ও মুক্তির পথ।

৪. এই ব্যাপারে চিন্তা করা,যে আমি ইলমে নবুয়তের তালেব হলাম, এই ইলমের মান কী? ইলম মূলত আম্বিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস বা ওয়ারিশ।

৫. ইলম সম্পর্কে কোরআন হাদিসে বর্ণিত ফজিলতসমূহে চিন্তা ফিকির করা।
ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। একজন তলেবে ইলম যখন এসব আয়াত ও হাদীস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করবে, তখন তার অন্তরে ইলমের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং ইলম অর্জনের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর ইলমের প্রতি উৎসাহ জোগাবে। অন্তরে ইলমের প্রতি মহব্বত পয়দা করবে ইনশাআল্লাহ।

৬. ওলামায়ে সালাফদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা ইলমের প্রতি ভালোবাসা ও জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ জাগ্রত করার এক মহৌষধ। এ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরী।তাঁদের জীবনের ত্যাগ, সাধনা ও ইলমের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করবে।ইলমের জন্য তাদের জান উৎসর্গ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কত উঁচু মাকাম দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জীবের অন্তরে তাদের কত মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহতালা তাদেরকে কত মান মর্যাদা ও শান-শওকত দিয়েছেন।

মুফতি নেযামুদ্দীন শামেযী(রহ) বলতেন, অভিযোগ করা হয় যে, ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা দেওয়া হয় না; আমি বলি, আগে 'আলেম' হও; দেখবে এখনো মর্যাদা দেওয়ার লোক আছে।

'আর একথা স্পষ্ট যে, ইলমের জন্য বিলীন হওয়া এবং ইলমের জন্য জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া এরূপ আলেম হওয়া অসম্ভব।

৭. ইলমপ্রেমীদের সোহবতে ইলমের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়

যে সমস্ত আলেম ও তালেবে ইলম নিজেদের বিলীন করে ইলমের মহব্বতে ডুবে আছে,যারা দিন-রাত ইলমের চর্চা, অধ্যয়ন, মুতালাআ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন,   তাদের সংশ্রব ও ইলমের মহাব্বত বৃদ্ধি করে,বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের জীবনের ত্যাগ, কষ্ট, অধ্যবসায় ও ইলমের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা অন্তরে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করে। এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।

কেননা সৎ সঙ্গ অন্তরকে জীবিত করে, ঈমান বৃদ্ধি করে এবং ইলমের প্রতি মহব্বত জাগ্রত করে।

৮. ওলামায়ে কেরামের ইলমি মুজাকারার মজলিসে অংশগ্রহণ ও ইলমের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধিতে সহায়ক।

ইলমের অবক্ষয় সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও ইলমী মোজাকারা ও আলোচনার কমবেশি ছোট বড় মজলিস পাওয়া যাবেই। ওইসব মজলিসে বসার চেষ্টা করা। আর যদি একান্তই না পাওয়া যায় তবে পূর্ববর্তীদের এ ধরনের মজলিসের ঘটনাবলী পড়া।

৯. অধিক পরিমাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বাড়ানোর চেষ্টা করা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা যত বাড়ে, ইলমের প্রতি আগ্রহ ও স্পৃহাও তত বৃদ্ধি পায়। তাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ পাঠ এবং রাসূল ﷺ-এর জীবন অধ্যয়ন করা ইলমের পথে হৃদয়কে উজ্জীবিত করে।

১০. অন্তরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, গাইরুল্লাহ মহব্বত এবং ইলমের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখা;
সালাফগণ দুনিয়াকে অন্তর থেকে ছোট করে ইলমকে প্রাধান্য দিতেন বলেই আল্লাহ তাদের ইলমে বরকত দান করেছিলেন। কারণ যে অন্তর দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকে, সে অন্তরে ইলমের নূর স্থির হতে পারে না।

ইলম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো জিহ্বা, কান ও চোখ। তাই ইলমের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি করতে এগুলোর হেফাজত করা অত্যন্ত জরুরি।

তাই একজন তালিবুল ইলমের উচিত নিজের অন্তরকে সবসময় পরিশুদ্ধ রাখা, অহেতুক ব্যস্ততা কমানো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো। তখন ইলমের প্রতি ভালোবাসা ধীরে ধীরে অন্তরে গভীরভাবে গড়ে উঠবে।

ইলমের উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া

একটা শের হযরত হাফেজ্জী হুযূর পড়তেন-

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است + جز سر عشق ہرچہ بگوئی بطالت است
سعدیؔ بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

‘আল্লাহর যিকির ছাড়া যত কিছুই তুমি কর, তোমার জীবন বৃথা/ আল্লাহর ইশক ছাড়া যত কিছুই তুমি অর্জন কর, সবই বেকার/ সা‘দী! হৃদয় থেকে মুছে ফেল গায়রুল্লাহর নাম/ যে ইলম আল্লাহর পথ না দেখায়, সে ইলম জাহালত ছাড়া কিছুই না।

আল্লাহর যিকির সবসময় করতে হয়

তিলাওয়াতের আমল ছাড়াও হাফেজ্জী হুযূর রাহ. সবসময় আল্লাহর যিকির করতেই থাকতেন। আর মাঝে মাঝে এ শেরটা পড়তেন-

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است

অর্থাৎ, ও আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর যিকির ছাড়া যা-ই তুমি কর, সবকিছুই তোমার জীবনকে বরবাদ করে দেবে। এমন কত কিছুই না আমরা করি, যা করার জিনিস না। এমন কত জিনিসই না আমরা ধরি, যা ধরার জিনিস না। ধরার জিনিস থাকলে আল্লাহ আছেন, আল্লাহকে ধরতে হবে। আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর নাম সবসময় নিতে হবে।

سعدیؔ بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

শেখ সাদী নিজেকেই বলছেন, 'সা'দী! দিলের মধ্য থেকে গায়রুল্লাহর নকশা ধুয়ে ফেল। যে ইলম তুমি হাসিল করছ, সে ইলম যদি তোমাকে আল্লাহর রাস্তা না দেখায়, আল্লাহ পর্যন্ত না পৌছায়, তাহলে কীসের ইলম সেটা, সেটা তো মূর্খতা ছাড়া কিছুই না'।

শেখ সা'দী বলছেন, যদি আমি ইলম শিখে আল্লাহকে না পেলাম, তাহলে আমি আলেম না, আমি জাহেল; বরং জাহেল থেকেও বদতর।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী রাহ. বলতেন, 'তুমি দুনিয়ার সবকিছু পেয়েছ, কিন্তু আল্লাহকে পাওনি, তবে তুমি কিছুই পাওনি'। অর্থাৎ তাহলে তুমি একজন নিরীহ ফকীর, তোমার মতো মিসকীন দুনিয়াতে আর নেই। 'আর তুমি দুনিয়ার কিছু পাওনি কিন্তু আল্লাহকে পেয়ে গেছ, তবে তুমি সবকিছু পেয়ে গেছ'। তোমার মতো ধনী দুনিয়াতে কেউ নেই।

শুধু আলেম হয়ো না, 'আল্লাহওয়ালা আলেম' হও। আল্লাহওয়ালা আলেম হল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। কেননা সে আল্লাহকে পেয়ে গেছে। আর যে আল্লাহকেই পেয়ে যায়, তার চেয়ে বড় ধনী আর কে আছে।

আমলের দ্বারাই জীবন গঠন হয়

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی + یہ خاکی اپنی فطرت مں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

আমল করতেই হবে। আমলের বিকল্প নাই। আমলের দ্বারাই জীবন গঠন হয়। এ ব্যাপারে কোনো গাফলতের অবকাশ নেই। অলসতা করা যাবে না।বারবার একথা ভাবতে হবে, আমাকে আমলের দ্বারাই তৈরি হতে হবে। আমার জন্য আমলের কোনো বিকল্প নেই।

তাকওয়া ছাড়া ইলম অর্জন হয় না

প্রত্যেক তালিবে ইলমকে মুত্তাকী হওয়া জরুরী।মুত্তাকী যদি না হলে, আল্লাহ তাআলা ইলম দেবেন না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য
করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। -সূরা আনফাল (৮) : ২৯

সত্য-মিথ্যা ও ভুল-শুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা ইলমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিফাত। আর এই সিফাত আল্লাহ তাআলা দান করবেন কেবল তাদেরকে, যারা তাকওয়ার নীতি আঁকড়ে ধরেছে। সে জন্য ইলম হাসিলের প্রধান শর্তগুলোর একটি হল তাকওয়া অবলম্বন করা।

সুতরাং আল্লাহর কাছ থেকে যদি ইলম পেতে হয়, আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্কে ভয় করে চলতে হবে। গুনাহ থেকে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে। তাকওয়া অর্জন করা আমাদের কাজ। আর ইলম দেওয়া আল্লাহর কাজ।

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্যের মূল জায়গা এখানেই। মুমিন অন্তর থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঈমান গ্রহণ করে, ইবাদত করে, দান করে, দ্বীনের কাজ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক মানুষের কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করা, দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল করা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।বাহ্যিকভাবে একই আমল দেখা গেলেও নিয়তের পার্থক্যের কারণে তাদের পরিণতি ভিন্ন হয়ে যাবে।

সালাফগণ নিয়তকে খুব ভয় করতেন। তারা বলতেন,
“আমল ঠিক করার চেয়ে নিয়ত ঠিক করা আরও কঠিন।”

ইলম হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, ইলম শেখার জন্য ইখলাস হল মূল , প্রথম জিনিস।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও বহু দুনিয়াবি উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّار.َ

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের নিয়ত হবে একান্তই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। সে ইলম শিক্ষা করবে নিজেকে সংশোধন করার জন্য, আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম জানার জন্য এবং জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করার জন্য। কারণ ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে।

ইলমের মাধ্যমে বান্দা তার রবকে চিনতে পারে, তাঁর গুণাবলি ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারে,তাঁর আদেশ-নিষেধ জানতে পারে এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করতে পারে। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়।ইলম মানুষকে তাকওয়া ও খোদাভীতির দিকে আহ্বান করে এবং গোনাহ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়।

একজন তালিবুল ইলমের উদ্দেশ্য হবে নিজের অজ্ঞতা দূর করা এবং সমাজ থেকে জাহালাত দূর করার চেষ্টা করা। সে ইলম অর্জন করবে যেন মানুষের মাঝে হক কথা পৌঁছে দিতে পারে, দ্বীনের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারে এবং মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতে পারে।

ইলম এমন এক নিয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কালাম বুঝতে পারে, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুধাবন করতে পারে এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করতে পারে। তাই ইলম শিক্ষা কখনো দুনিয়াবি সম্মান, মানুষের প্রশংসা, বিতর্কে জয়লাভ বা নেতৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়; বরং প্রতিটি কষ্ট, সময় ও মেহনতের পেছনে উদ্দেশ্য থাকবে—“আল্লাহ তাআলা যেন সন্তুষ্ট হন।”

সুতরাং আমাদের উচিত ইলম অর্জনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা, বারবার নিজের অন্তরকে যাচাই করা এবং আল্লাহর কাছে ইখলাসের জন্য দোয়া করা। কেননা বিশুদ্ধ নিয়তই অল্প আমলকে অনেক মূল্যবান করে তোলে এবং ইলমকে বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম বানায়।

ইলমের জন্য কোরবানি (কষ্ট) করতে হয়

বিখ্যাত তাবেয়ী ইয়াহিয়া ইবনুল আবি কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, শরীরের আরামের সাথে ইলম আসে না।
ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কথাকে রেওয়ায়েত করেছেন ১৩ সনদে। এই ১৩ সনদের ১৩ জন রাবি ১৩ জায়গার। কেউ হেজাজে,কেউ বাগদাদে,কেউ খোরাসান , কেউ শামে,কেউ কুফাতে,কেউ কায়রোতে,কেউ মিশরে। মোটকথা ১৩ জন ১৩ জায়গার রাবি থেকে কথাটা নকল করা হয়েছে।তেরা রাবি তো তেরা জায়গায়। তার মানে ইলমের জন্য কত বেশি সফর করেছেন!

এক ব্যক্তি একমাস সফর করে মদিনায় এসেছেন শুধুমাত্র নবীজিﷺ এর কাছে যেভাবে তাশাহুদ শিখেছেন ,সেভাবে তাশাহুদ শেখার জন্য

মূসা (আঃ) এর যে সফর সূরা কাহফে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মূসা আঃ এই কথা বলতেই বাধ্য হয়ে গিয়েছেন যে 'আজকে আমাদের বড় কষ্ট হয়ে গেল'। আমাদের কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে, এক জায়গায় এসে রাস্তা ভুলে গেলেন। যে জায়গায় দাঁড়ানোর কথা ছিল, যেখানে মাছ জীবিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গা অতিক্রম করে আরো দূর চলে গিয়েছেন। আবার ফিরে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) এর মতো একজন নবী, তিনি বলে ফেলেছেন, 'আজকে আমাদের বড় কষ্ট হলো'।

আল্লাহ এই ঘটনা দ্বারা বুঝালেন যে মূসা (আঃ) একজন নবী, তিনি একজন আলেমের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন ইলমের জন্য। কী পরিমাণ কষ্ট তিনি (আঃ) করেছেন।

এই ঘটনাতে কয়েকটা বিষয় লক্ষ করার।

- ইলমের জন্য কষ্ট করতে হয়।
- ইলমের আদাব আছে। সওয়াল করার আদাব আছে এখানে।

❖ সোহবতের আদাব আছে এখানে।

ইলমের প্রতি আদব এর নমুনা আমরা এই ঘটনায় দেখতে পাই ,হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নবী হয়েও খিযির আলাইহিস সালাম এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছেন, আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন? আল্লাহ আপনাকে যে এলেম দিয়েছেন সেখান থেকে আমাকে কিছু শেখান, সেজন্য আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি”?

ইলম অর্জন করতে হলে এক্কেবা করতে হবে, কষ্ট করতে হবে এবং আদবের সাথে চলতে হবে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইলমের জন্য।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী ছাত্রদেরকে তাদের শিক্ষকদের সাথে বিনয়ী, শ্রদ্ধাশীল হতে হবেঃ

মূসা (আ) ছিলেন একজন বিশেষ নবী ও রাসূল। মর্যাদায় তিনি খিজির আলাইহিস সালাম এর চাইতে উপরে ছিলেন। কিন্তু তবুও অজানা জ্ঞান অর্জনের জন্য খিজির (আ) কে তিনি বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে অনুরোধ করেন তাঁকে সফরসঙ্গী করার জন্য। মূসা (আ) বলেন-

“মূসা তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?” [১৮:৬৬]

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করা যাবে না

কোন প্রকার জ্ঞানই ধীরস্থিরতা এবং সবর ছাড়া অর্জন করা যায় না। চাই সেটা দুনিয়াবী হোক আর দ্বীনি।তড়াহুড়া একজন ছাত্রের জ্ঞানার্জনের জন্য বাধাই নয়, এর কারণে অনেক ছাত্র জ্ঞানার্জনের পথ থেকে ঝরেও পরে। দ্বীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কথাটি আরও সত্য। দ্বীনের জ্ঞানার্জন কোন শর্টকোর্স নয়, এর জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ অধ্যবসায় আর লেগে থাকার মানসিকতা। এছাড়াও একজন ছাত্রের উচিত নয় যেকোন

বিষয়ে পাঠদান সম্পন্ন হওয়ার আগেই শিক্ষককে তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন করা। সম্পূর্ণ বিষয়টি শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নেওয়ার পর শিক্ষকের অনুমতিক্রমে প্রশ্ন করাই আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য। খিজির আলাইহিস সালাম এর দ্বারা কৃত আপাত দৃষ্টিতে 'হারাম' [বাস্তবে সেগুলোর পেছনে ছিল হিকমাহ, যা আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে উনাকে জানিয়েছিলেন] কাজগুলিকে মূসা (আ) প্রশ্নবিদ্ধ করলে তিনি এই শিক্ষাটি মূসা (আ)কে দিয়েছিলেন এই বলে-

"তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি"। [১৮:৭০]

তলেবে ইলমের জন্য আরো জরুরি হচ্ছে ভুলভ্রান্তির জন্য শিক্ষকের কাছে নিঃসংকোচে ক্ষমা চাইতে হবেঃ

জ্ঞানার্জনের পথে একজন ছাত্রের ভুলভ্রান্তি হতেই পারে, কিন্তু শিক্ষক সংশোধন করে দেওয়ার সাথে সাথে সেই ভুল নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে সংশোধন করাই আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই গুনটাই দেখা যায় মূসা (আ) এর ভেতর যখন তিনি খিজির আলাইহিস সালাম কে বলেছিলেন-

"মূসা বললেনঃ আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না"। [১৮:৭৩]

এছাড়াও মূসা (আ) বলেছিলেন-

"...আমি এরপর আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। আপনি ইতিমধ্যেই আমার কাছে যথেষ্ট অজুহাত শুনেছেন"। [১৮:৭৬]

তলেবে ইলমের জন্য সময়ের হেফাজত

সময়কে হেফাজত করতে হবে ইলমের জন্য।

যে তুলিবে ইলমের ভার নিজস্ব রুটিন নাই, তার সময় বেকারো জায়গায় নষ্ট করে, যে রুটিনবদ্ধ জীবন-যাপন করতে শিখেনি সে তরক্কি করতে পারবে না। এজন্য সময়ের

হেফাজত অনেক জরুরি জিনিস। সময়ের কারণেই তো মানুষ দামী হয়। তার জীবনের মূল্যই তো হচ্ছে সময়।

সালেহ-সালেহীনদের মধ্যে কারো কওল আছে,
“হে বনী আদম, তুমি মানে কতগুলো দিন অর্থাৎ তুমিতে কতগুলো দিনের সমষ্টি। তোমার জীবন থেকে একটা দিন চলে গেল যেন তোমারই একটা অংশ চলে গেল। যেমন, তোমার যদি একটা চোখ চলে যায়, তোমার যদি একটা কান চলে যায়, তোমার যদি একটা পা চলে যায়, যেমন তুমি কষ্ট পাবে, তুমি মনে করবে তুমি অনেক কিছু হারিয়েছ। তোমার জীবনের সময়গুলো তো এর চাইতেও মূল্যবান। এগুলো যদি তুমি হারিয়ে ফেলো তাহলে যেন তুমি তোমাকেই নষ্ট করে দিলে।”

এজন্য সময়ের হেফাজত করা অত্যান্ত জরুরি বিষয়।

- ❖ আমি আমার সময়ের হেফাজত করব।
- ❖ রুটিনবদ্ধ জীবন-যাপন করব।
- ❖ ব্যক্তিগত আমলের পাবন্দি করব।
- ❖ নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখব।

ইলম অর্জনে পূর্বসূরিদের কুরবানীর কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ইসলাম সর্বপ্রথম যে বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছে, তা হলো ইলম। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে ইলম দান করেছেন এবং নবী করীম (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছে, তাও ছিল ইলমের আহ্বান। এই ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণেই উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা নিজেদের জীবন ইলমের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামের অধিকাংশই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও এই দারিদ্র্য কখনো তাঁদের ইলম অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। তাঁরা কারো কাছে নিজেদের অভাব-অনটনের কথা প্রকাশ করতেন না। বরং ইলমের পথে ভয়াবহ কষ্ট, কঠিন মুসিবত ও

অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সহ্য করেছেন। তাঁদের ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল এতই বিস্ময়কর যে, যেন স্বয়ং সবরও তাঁদের সামনে অস্থির ও বেকারার হয়ে যায়।

দারিদ্র্য ও কষ্টের মাঝেও তাঁরা অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। কুরআন-সুন্নাহর খেদমত এবং দ্বীনের ইলম সংরক্ষণের জন্য তাঁরা নিজেদের আরাম-আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য, এমনকি জীবন পর্যন্ত কুরবান করতে দ্বিধা করেননি।

তাঁদের এই অসাধারণ কুরবানী আজও পৃথিবীকে আলোকিত করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তালিবে ইলমদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁদের জীবন আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার কোনো আরামদায়ক পরিবেশে বসে রচিত হয়নি। বরং এই ইলম সংরক্ষিত হয়েছে ত্যাগ, কষ্ট, মুজাহাদা এবং কলিজার তাজা রক্তের বিনিময়ে।

ইলম অর্জনের জন্য তাঁরা প্রখর রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করেছেন, দীর্ঘ সফর করেছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করেছেন এবং রাতের পর রাত ক্ষীণ আলোয় জেগে অধ্যয়ন করেছেন। এমনকি ইলমের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেও তাঁরা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় মনে করতেন না।

আসুন, আমরা তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তাঁদের মেহনত, মুজাহাদা ও চেষ্টা কোশিশ এর কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচনা করি, যেন ইলমের এই মহিমান্বিত পথে চলা আমাদের জন্যও সহজ ও অনুপ্রেরণাময় হয়ে ওঠে।

ইলম অর্জনে পূর্বসূরিদের বিস্ময়কর কুরবানী

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ইলম অন্বেষণের ত্যাগ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) যিনি "মুফাসসিরে কুরআন" নামে প্রসিদ্ধ, তিনি কোনো মেহনত ও মুজাহাদা ছাড়াই এই মহান মর্যাদায় পৌঁছেননি। বরং অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে তিনি কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারক হয়েছেন।

তিনি নিজেই বলেন,"আমি সাহাবায়ে কেরামের নিকট গিয়ে হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম এবং ইলম অর্জন করতাম। যখনই জানতে পারতাম কোনো সাহাবীর কাছে বিশেষ কোনো হাদীস রয়েছে, তখনই আমি তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হতাম। সেখানে গিয়ে যদি জানতে পারতাম তিনি বিশ্রামে আছেন, তাহলে আমি নিজের চাদর গুটিয়ে তাঁর দরজার সামনে শুয়ে থাকতাম। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমে ধূলাবালি উড়ে এসে আমার শরীরে জমা হতো। এরপর ঘরের মালিক বের হয়ে আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর চাচাতো ভাই! আপনি কেন এসেছেন? কাউকে পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিলেই তো হতো!'
তখন আমি বলতাম'না, জনাব! আমাকেই আসতে হবে।'অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করতাম।"
(সবর ওয়া ইসতিকামাত, পৃ. ৫০)

২. আবদুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.)-এর ইলমের জন্য আত্মত্যাগ

আবদুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.) ছিলেন ইমাম মালেক (রহ.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র। তিনি কিভাবে এত বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিসে পরিণত হলেন—তার উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগের মাঝে।

কাজী আয়ায (রহ.) তাঁর "তারতীবুল মাদারিক" গ্রন্থে লিখেছেন,ইবনে কাসেম বলেন,"আমি রাতের শেষভাগে অন্ধকার অবস্থায় ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে

পৌঁছতাম। কখনো দুইটি, কখনো তিনটি, আবার কখনো চারটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতাম। তখন ইমাম সাহেবের স্বভাব অত্যন্ত শান্ত ও প্রশান্ত মনে হতো।
একদিন তাঁর দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলাম। ইমাম মালেক (রহ.) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে চলে যান। কিন্তু অধিক ক্লান্তির কারণে আমি কিছুই টের পাইনি। পরে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসী আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল,'তোমার মালিক তো চলে গেছেন। তিনি তোমার মতো গাফেল নন। আজ ৪৯ বছর ধরে তিনি ইশার অজু দিয়েই ফজরের নামায আদায় করছেন।'"

এই দাসী তাঁকে প্রায়ই ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে আসতে দেখত বলে তাঁকে ইমাম সাহেবের দাস মনে করত।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর সুহবতে টানা ১৭ বছর

ইবনে কাসেম (রহ.) বলেন,"আমি ধারাবাহিকভাবে ১৭ বছর ইমাম মালেক (রহ.)-এর সুহবতে থেকেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে কোনো ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে জড়াইনি।"

ভাবা যায়! আজ আমরা সামান্য সময়ও ইলমের জন্য ব্যয় করতে কষ্ট অনুভব করি; অথচ তারা বছরের পর বছর নিজেদেরকে ইলমের জন্য নিবেদিত রেখেছিলেন।

পিতা-পুত্রের হৃদয়স্পর্শী সাক্ষাৎ

ইবনে কাসেম (রহ.) বলেন,"একদিন আমি ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরসে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মিসরী যুবক, যার চেহারায় সফরের ক্লান্তি ফুটে উঠছিল, এসে ইমাম মালেক (রহ.)-কে সালাম করে জিজ্ঞেস করল,'আপনাদের মধ্যে ইবনে কাসেম কে?'
লোকেরা আমার দিকে ইশারা করল। যুবকটি আমার কাছে এসে আমার কপালে চুমু খেল। আমি তার শরীর থেকে এমন এক সুগন্ধি অনুভব করলাম, যার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। পরে জানতে পারলাম,সে আমারই ছেলে!

আমি যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলাম, তখন সে তার মায়ের গর্ভে ছিল। আমি স্ত্রীকে বলে এসেছিলাম,‘আমি দীর্ঘ সফরে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। তুমি চাইলে আমার বিবাহে থাকতে পারো, অথবা স্বাধীন হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারো।’

কিন্তু সেই নেককার নারী আমার অপেক্ষায়ই রয়ে গিয়েছিলেন।”

— (সবর ওয়া ইস্তিকামাত কে পায়কর, পৃ. ৫১-৫২)

৩. মুহাম্মদ ইবনে তাহের মুকাদ্দিসী (রহ.)
হাদীসের ইলম অর্জনের পথে তিনি এমন কঠোর মুজাহাদা করেছেন, যা কল্পনাকেও হার মানায়। প্রচণ্ড গরম, তীব্র রোদ ও দীর্ঘ সফরের কষ্ট সহ্য করতে করতে বহুবার তাঁর রক্ত প্রস্রাব পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এত কষ্ট ও শারীরিক দুর্বলতাও তাঁকে ইলম অন্বেষণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ইলমের প্রতি তাঁর এই অদম্য ভালোবাসা আজও তালেবে ইলমদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৪. আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর ইলমের জন্য নিরলস সফর
হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাযকারাতুল হুফফায-এ লিখেছেন—
আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে হাতেম, উপনাম আবু নসর সঞ্জরী (রহ.) (মৃত্যু: ৪৪৪ হি.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন মহান “হাফেয”। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদীস, বড় ইমাম এবং সুন্নতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।
হাদীসের জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করেছেন। দূর-দূরান্তের আলেমদের সান্নিধ্যে গিয়ে ইলম অর্জন করেছেন এবং নিজের জীবনকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

৫. হাফিয ইবনে মুন্দা (রহ.)-এর ৪৫ বছরের ইলম সফর
হাফিয ইবনে মুন্দা মাত্র বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ত্যাগ করেন। এরপর একটানা ৪৫ বছর বিভিন্ন দেশ সফর করে ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকেন। অবশেষে ৬৫ বছর বয়সে নিজ দেশে ফিরে আসেন।

যখন তিনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখে একটি দাড়িও গজায়নি। আর যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে।

সুবহানাল্লাহ! একটি পুরো যৌবন তিনি ইলমের পথে বিলিয়ে দিয়েছেন।

একবার জাফর মুস্তাগফিরী (রহ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

"আপনি কতটুকু ইলম অর্জন করেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন,

"পাঁচ হাজার মণ পরিমাণ!"

৬. ইমাম শাবী ইবনে শুরাহিল কূফী হামদানী (রহ.)-এর সফলতার রহস্য

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শাবী-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো,

"আপনি কীভাবে এত ইলম অর্জন করলেন?"

তিনি উত্তরে বলেন, আমি চারটি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলাম—

১. মুখস্থ করার অভ্যাস

আমি কখনো কিতাব বা খাতার ওপর ভরসা করিনি। যা শুনেছি, তা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নিয়েছি।

২. ইলমের জন্য সফর

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি দেশে দেশে সফর করেছি এবং আলেমদের দরজায় দরজায় ঘুরেছি।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতা

আমি জড় পদার্থের মতো ধৈর্যধারণ করেছি। যেমন জড় পদার্থকে পানাহার দাও বা না দাও, তা নীরব থাকে; আমিও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে ইলমের পথে অবিচল থেকেছি।

৪. খুব ভোরে জাগ্রত হওয়া

আমি কাকের মতো খুব সকাল সকাল জেগে উঠতাম। খুব কম ঘুমাতাম এবং অধিক সময় ইলমের পেছনে ব্যয় করতাম।

অতঃপর তিনি বলেন,

"এই চারটি গুণের কারণেই আমি ইলমের এই মর্যাদা লাভ করেছি।"

ইলম অর্জনের প্রতি আমাদের পূর্বসূরি মনীষীদের ভালোবাসা, আগ্রহ ও আত্মত্যাগ ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। তারা ইলমকে শুধু জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর নৈকট্য

লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই ইলমের জন্য তাঁরা কষ্ট, ত্যাগ ও মুজাহাদাকে জীবনের অলংকার বানিয়ে নিয়েছিলেন।

ইমাম মুযানী (রহ.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একদিন ইমাম শাফিয়ী-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ইলম অর্জন করে কেমন তৃপ্তি অনুভব করেন?"
তিনি উত্তরে বলেন, "যখন আমি কোনো নতুন জ্ঞানের দিক উন্মোচন করি কিংবা নতুন কোনো ইলমী আলোচনা শ্রবণ করি, তখন আমি এত আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করি যে, আমার মনে হয়,যদি আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গেরও শ্রবণশক্তি থাকত, তবে তারাও এই ইলমের স্বাদ উপভোগ করতে পারত।"
অতঃপর তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনার ইলমের প্রতি আগ্রহ কি ঐ সম্পদলোভী মানুষের মতো, যে সম্পদের প্রতি প্রবল লোভ পোষণ করে?"
তিনি বললেন, "তার চেয়েও বেশি।"
পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কীভাবে ইলম অর্জন করেন?"
তিনি উত্তরে বললেন, "আমি ইলমের অন্বেষণে সেই সন্তানহারা মায়ের মতো, যে তার হারানো সন্তানকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনো কষ্ট বা বিপদের পরোয়া করে না।"

ইমাম শাবী বলেন, "আমি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম হারাবীর সান্নিধ্যে পঁচিশ বছর অবস্থান করেছি।"

ইলমে নাহুর মহান ইমাম খলীল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদী বলেন, "আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর সময় হলো সেই মুহূর্ত, যা পানাহারে ব্যয় হয়। কেননা সে সময় কোনো ইলম অর্জন করা যায় না।"

আর আম্মার ইবনে রজা বলেন, "ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি নিজের হাতে খাবার খেতে পারিনি। আমি হাদীস লিখতাম আর আমার বোন আমাকে লোকমা তুলে খাইয়ে দিতেন।"

এগুলো ছিল ইলমের পথে পূর্বসূরি মনীষীদের অক্লান্ত সাধনা, গভীর ভালোবাসা ও অবিশ্বাস্য মুজাহাদার কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁদের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়—ইলম কখনো আরাম-আয়েশের মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং ধৈর্য, ত্যাগ, অধ্যবসায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমেই প্রকৃত ইলম লাভ করা সম্ভব।

বাকী ইবনে মাখলাদের ইলমের জন্য বিস্ময়কর কাহিনী

এটি এমন এক ইলম-পাগল মানুষের ঘটনা, যিনি সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহস্র মাইল পথ পায়ে হেঁটে সফর করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটিই,মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ আলেমের সান্নিধ্য লাভ করা এবং তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করা।

বাগদাদের পথে এক দীর্ঘ সফর

হাফিযে হাদীস আবু আবদুর রহমান বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দালুসী (রহ.) ২০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্পেন তথা আন্দালুসের অধিবাসী। ইলমের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, তিনি স্পেন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সফর করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইলমে হাদীস অর্জন করা।

ভয়াবহ সংবাদ

বাকী ইবনে মাখলাদ (রহ.) বলেন,যখন আমি বাগদাদের নিকটবর্তী হলাম, তখন জানতে পারলাম যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আছেন। সরকার তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কেউ তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, এমনকি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও করতে পারবে না।
এই সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। কিছু সময়ের জন্য থেমে গেলাম। আমার আসবাবপত্র একটি মুসাফিরখানায় রেখে বাগদাদের একটি বিশাল মসজিদে চলে গেলাম। উদ্দেশ্য হলো,মানুষ ইমাম আহমদ (রহ.) সম্পর্কে কী বলে তা জানা।

এক অপূর্ব দরস

মসজিদে গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দরভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী আলোচনা করছেন। তিনি কাউকে দুর্বল আবার কাউকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করছেন।
আমি পাশে থাকা একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কে?"তিনি বললেন, "ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন!"

আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম,"হে শায়খ আবু যাকারিয়া! আমি একজন বিদেশি মানুষ। আমার বাড়ি বহু দূরে। আমি আপনার কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাই।"

তিনি বললেন, "জিজ্ঞাসা করুন।"আমি কয়েকজন মুহাদ্দিস সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি কারও ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করলেন, আবার কারও ব্যাপারে দুর্বলতা উল্লেখ করলেন।

পরিশেষে আমি হিশাম ইবনে আম্মার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদীস অর্জন করেছিলাম।

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.) বললেন,
"আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবনে আম্মার দামেশকের অধিবাসী। তিনি অত্যন্ত বড় মাপের নামাযী ও নির্ভরযোগ্য আলেম; বরং তাঁর মর্যাদা আরও ঊর্ধ্বে।"

এরপর আমি বললাম,
"আমি আহমদ ইবনে হাম্বল সম্পর্কে জানতে চাই।"আমার কথা শুনে ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.) বিস্মিত হয়ে বললেন,"আমার মতো মানুষের পক্ষে আহমদ ইবনে হাম্বলের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি মুসলমানদের ইমাম, জ্ঞান ও গুণের অধিকারী, এবং যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন।"

ইমাম আহমদের দরজায়

এরপর আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বাড়ির ঠিকানা জেনে সেখানে উপস্থিত হলাম। দরজায় কড়া নাড়তেই তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।

আমি বললাম,"হযরত! আমি একজন বিদেশি মানুষ। এই শহরে প্রথমবার এসেছি। আমার এই দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্য শুধু আপনার কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করা।"

তিনি বললেন,"ভেতরে এসো, যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়।"

ভেতরে প্রবেশ করার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
"তোমার বাড়ি কোথায়?"

আমি বললাম,
"সুদূর প্রাচ্যে।"

তিনি বললেন,
"আফ্রিকা?"

আমি বললাম,
"তারও বহু দূরে। আমি আন্দালুসের অধিবাসী।"

এ কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন এবং বললেন,"তোমার দেশ তো সত্যিই অনেক দূরে! তোমার উদ্দেশ্য পূরণে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব, তা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছি।"

আমি বললাম,"জি হ্যাঁ, শহরের কাছে এসেই তা জানতে পেরেছি।"

ইলমের জন্য এক অভিনব পন্থা

তখন আমি বললাম,
"হে আবু আবদুল্লাহ! এই শহরে আমাকে কেউ চেনে না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি প্রতিদিন ভিক্ষুকের বেশে আপনার দরজায় আসব। দরজায় ভিক্ষুকদের মতো আওয়াজ করব। আপনি বের হয়ে আসবেন। যদি প্রতিদিন একটি করেও হাদীস শুনতে পাই, তবুও তা আমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বললেন,"ঠিক আছে। তবে শর্ত হলো,তুমি মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবে না এবং অন্য কোনো মুহাদ্দিসের দরসেও যাবে না।"

আমি বললাম,
"আমি তা মঞ্জুর করলাম।"

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবি তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসি (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলামগ্রহণ করেন।মদিনায় আসার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসুল (স.)-এর সাহচর্যে ও খেদমতে লেগে ছিলেন।তিনি মসজিদের পাশে অবস্থিত 'সুফফা' মাদরাসার অন্যতম ছাত্র, যেখানে খাবারের ব্যবস্থা হলে খেতেন, অন্যথায় উপোস থাকতেন। যেহেতু তিনি সবসময় নবীজির দরবারেই পড়ে থাকতেন, নবী (স.) যখন যা-ই বলতেন মুখস্থ করে নিতেন, ফলে আয়-উপার্জনের কোনো সুযোগও ছিল না তাঁর। ক্ষুধা-পিপাসাকে সঙ্গী করেই চলতে হত তাঁকে।এরকম অবস্থায়ও তিনি নবীজির সঙ্গ ছাড়েননি। খাবারের ফিকির করতে গেলে রাসুল (স.)-এর তালিম থেকে অনুপস্থিত থাকতে হবে,সে কথা ভেবে খাবার নিয়ে কোনো চিন্তাও করতেন না।

স্মৃতিশক্তি ও হাদিস বর্ণনা

একদা তিনি রাসুল (স.)-এর কাছে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার থেকে অনেক হাদিস শুনেছি, তবে তা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করলেন, তোমার চাদর বিছাও। তিনি বিছালেন। অতঃপর রাসুল (স.) চাদরে হাত বুলিয়ে দিয়ে তা বুকে জড়িয়ে নিতে বললেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর থেকে আমি কোনো কিছু ভুলিনি। ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন, আট শরও বেশি সাহাবি ও তাবেঈন তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (আত-তাবাকাতুল কুবরা: ৪/২৪৫, ২৪৬)

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ৫৩৭৪টি হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসির (রহ.) ইমাম বুখারি (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি ও তাবেঈনদের সংখ্যা ৮০০ থেকেও বেশি। তাঁর শিষ্যদের তালিকায় হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১০৩)
সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হলেও অনেক হাদিস তিনি প্রকাশ করেননি। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (স.)-এর নিকট থেকে দুটি পাত্র (জ্ঞান) সংরক্ষণ করেছি। যার একটি আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত।’ (বুখারি: ১২০; মেশকাত: ২৭১)